সা ত দি ন

১৯ নবেম্বর : তেল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের দাম বাড়াতে বলেছে বিশ্বব্যাংক।

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি আর্মড ব্যাটালিয়ন পুলিশের অধীন পাগলীপাড়া ক্যাম্পে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ১১ পুলিশের প্রাণহানি ঘটেছে।

২০ নবেম্বর : ইউরোপীয় ইউনিয়ন আগামী বছর বাংলাদেশকে ১ বিলিয়ন ইউরো ডলার সাহায্য দেবে বলে আশ্বাস জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কুশল বিনিময় হয়েছে।

২১ নবেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত। ১ অক্টোবরের নিবার্চনে দলীয় সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে যেসব নেতা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন তাদের দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ।

সংসদে নির্বাচনী সংস্কার আইন পাস করা হয়েছে।

২২ নবেম্বর : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় পুলিশ-গ্রামবাসী দুই ঘন্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৩ গ্রামবাসী নিহত ও ৪০ পুলিশসহ দুই শতাধিক গ্রামবাসী আহত।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আটক করে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ।

২৩ নবেম্বর : বিএনপি ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করায় রাজধানীর পল্লবী থানায় হামলা, ৪ পুলিশ গুলিবিদ্ধ ৫০ জন আহত। বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২৪ নবেম্বর : গ্যাস বিক্রির সকল প্রচারণা নাকচ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জানান, দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে তবেই গ্যাস রপ্তানির কথা ভাবা হবে।

২৫ নবেম্বর : বিএনপি'র একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে উপজেলা নির্বাচনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য ইইউ'র প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

আবারো আন্দোলন

নির্বাচন পূর্ব জোটের প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচন পরবর্তী কার্যকলাপে জনগণ ক্রমশ জোট সরকারের ওপর আস্থা হারাতে বসেছে। জনগণের আস্থাহীনতাকেই ঈদ উত্তর আওয়ামী লীগ পুঁজি করে আন্দোলন গড়ে তুলতে যাচ্ছে। সমমনা দলগুলো নিয়ে ডেকেছে জাতীয় কনভেনশন। গড়ে উঠছে আন্দোলনের জোট... লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

ঈদ উত্তর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রাজপথে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে উদারপন্থি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দল নিয়ে আওয়ামী লীগ জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করছে। এই কনভেনশন থেকে সমমনা দল নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে একটি জোট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। চার দলীয় জোট ক্ষমতাসীন হবার পর দেশে অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, তেল গ্যাস ট্রানজিট ইস্যুতে জোটবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগ মাঠে নামতে চায়। নির্বাচন পূর্ব জোটের প্রতিশ্রুতি ও নির্বাচন পরবর্তী কার্যকলাপে জনগণ ক্রমশ জোট সরকারের ওপর আস্থা হারাতে বসেছে। জনগণের আস্থাহীনতাকেই ঈদ উত্তর আওয়ামী লীগ পুঁজি করে আন্দোলন গড়ে তুলতে যাচ্ছে। তবে নির্বাচনোত্তর দ্রুত এ আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা থাকবে কি না তা নিয়ে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা সন্দিহান। তারা এখনই আন্দোলন নয়, দলকে ঢেলে সাজানোর পক্ষে।

পয়লা অক্টোবরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকার গঠন করে দৃশ্যত তারা এই প্রতিশ্রুতি পালনে ক্রমশ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা ক্রমেই অবনতি ঘটছে। দখল ও চাঁদাবাজি অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। ছাত্রদলে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে হল দখল করে নেয়ার দৃশ্য সচেতন মানুষকে হতবাক করেছে। ১৩ নবেম্বর প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিকে অস্ত্র হাতে এসেছে ক্যাডারদের ছবি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে ১৬ নবেম্বর দিবালোকে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা তার বাড়িতে হত্যা করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন ও চট্টগ্রাম আসন থেকে নির্বাচিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান নিহত অধ্যক্ষকে দেখতে গিয়ে জনতার রোষানলে পড়েন। মোহাম্মদপুর থানায় ১৮ নবেম্বর বিএনপি'র স্থানীয় নেতা ও ব্যবসায়ী বাবুল খুন হন। এ রাতে মোহাম্মদপুর থানায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি থাকা অবস্থায় শ্যামলীর খিলজী রোডে পথচারী স্বামী-স্ত্রী নিহত হন। ২৩ নবেম্বর রাজধানীতে চারজন খুন হয়েছে। ঈদের বাজারে অব্যাহত চাঁদাবাজিতে ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রতিকার চেয়েও ফল পাচ্ছেন না।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধের তেমন কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করছে না। বরং আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক উন্নয়ন কমিটি ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। ঘটনাকে অস্বীকার করে সরকার মূলত সন্ত্রাসীদের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংবাদ রাজনৈতিক কারণে অস্বীকার করে সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

পাইপলাইনে গ্যাস রপ্তানির ইস্যুতে আওয়ামী লীগ বাম দলগুলোকে কাছে টানতে চেষ্টা করছে। এ ইস্যুতে গত ১৫ নবেম্বর বাম দলগুলোর ডাকা হরতালে সমর্থন জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করছেন শেখ হাসিনা

পার্টি ও সাম্যবাদী দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। তারা আগামী জাতীয় কনভেনশনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতি সরকার কাটিয়ে উঠতে পারছে না। রিজার্ভের পরিমাণ এখনও নাজুক। সফরকারী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তেমন কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মেলেনি। বরং তারা নানা ধরনের শর্ত জুড়ে দিয়েছে। গ্যাস রপ্তানির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। দ্রব্যমূল্যর ঊর্ধ্বগতিতে সাধারণ জনগণ উৎকণ্ঠিত। এমন অবস্থায় জ্বালানি তেলের দাম ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বাড়ানোর জন্য খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি) সুপারিশ করেছে। সুপারিশ কার্যকর করতে চাপ প্রয়োগ চলছে। প্রস্তাবিত সুপারিশ কার্যকর হলে ডিজেল, কেরোসিন, অকটেনের লিটার ৩ টাকা ও পেট্রোলের দাম ২ টাকা বাড়বে। বিপিসি সূত্র জানিয়েছে, ঈদের পরই মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি বিরোধী দলকে নতুন ইস্যু এনে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ঘোষিত শত দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলছে শম্বুক গতিতে। ৬০ জন মন্ত্রীর অধিকাংশই ব্যস্ত সংবর্ধনা গ্রহণে। প্রশাসনে চলছে ঢিলেঢালা ভাব। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নয়, সরকারের অনেক নির্দেশ আসছে দলের নির্বাচনী কার্যালয় থেকে। ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা বিপাকে পড়ছেন। প্রশাসন ও দলে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে।

চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতাসীন হবার পরই তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছে। তাদের কার্যক্রম বিরোধীদের হাতে নানা ধরনের ইস্যু তুলে দিচ্ছে। নির্বাচন পরবর্তী বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ সমমনা দলগুলোকে নিয়ে এই ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কনভেনশনে এই ইস্যুগুলো আলোচনা হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, ঈদ পরবর্তী দেশের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ দেখা দিতে পারে। রাজপথ আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তবে আওয়ামী লীগ দলীয় বিপর্যয় কাটিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে কি না তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। কারণ নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী এখনও দেশের বাইরে পলাতক অবস্থায় রয়েছেন। অনেকেই এলাকায় ফিরে আসেননি। দলে চলছে সংসদে যাওয়া ও না যাওয়া নিয়ে মতভেদ। আন্দোলন দমনের জন্য ক্ষমতাসীন দল পূর্বসূরী সরকারের মতোই কঠোর মনোভাব নিতে পারে ফলে বাড়বে রাজনৈতিক সহিংসতা।

গোপালকৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকান্ড

হত্যাকারী কে?

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

‘এক সময় স্বপ্ন ছিল এখন স্বপ্ন নেই! পড়ালেখা শেষ করে অনেক বড় খুনি হতে চাই— যেন বাবার খুনিদের প্রত্যেককে শেষ করতে পারি। বাবার আদর্শ আর ভালো লাগছে না!’ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে ওঠে অনার্স পড়ুয়া সোমা।

‘আহা! বড় ভুল হয়ে গেছে পিছিয়ে থাকা এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ভালো এলাকায় করলে আজ গোপালকেও মরতে হতো না। আমার কলেজকেও মরতে হতো না। খুনিরা কলেজ অধ্যক্ষ গোপালকে নয়, আমাকে নয়, আমার কলেজটাই যে মেরে ফেললো! তোরা এ কী করলি! গোপালের মতো ভালোবেসে কলেজের জন্যে প্রাণ দেবে এমন দু’জন কোথাও যে নেই...!’ কান্নায় ভেঙে পড়ে গত ২৪ নবেম্বর বিকেলে ২০০০ প্রতিবেদককে এ কথাগুলোই

ইদ্রিস মিয়া চৌধুরী (ডানে) ও তোফাজ্জল আহমদ (বায়ে) দু’জনই নাজিরহাট কলেজের অধ্যাপক

এসব ছবি এখন কেবলই স্মৃতি

বলছিলেন নবতিপর বৃদ্ধ মাওলানা আফজাল আহমদ চৌধুরী। ’৪৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাজিরহাট কলেজ। ’৮৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সফল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী।

এই কলেজের কৃতি অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সোফায় বসিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে শিবির ক্যাডার নাছিরের ক্যাডার বাহিনী গত ১৬ নবেম্বর সকাল প্রায় ৮টার দিকে।

নির্ভীক, সৎ, দেশপ্রেমিক— যে পেশাতেই হোন হিটম্যানের টার্গেট আপনি নিশ্চিত। সাপ্তাহিক ২০০০ বছর খানেক আগে এই প্রচ্ছদ কাহিনীতে যে সংবাদ পরিবেশন করে বাস্তবতা বারবার যেন নির্মমভাবে প্রমাণ করছে সেই সংবাদের সত্যতা।

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে প্রভূত

অষ্টম জাতীয় সংসদ কোরাম সংকটে

শুরুতেই নুয়ে পড়েছে অষ্টম জাতীয় সংসদ। বিরোধী দলের সাংসদদের অনুপস্থিতির গত দুই সংসদের রীতি এখনও অক্ষুন্ন আছে। দুই-তৃতীয়াংশ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দল বিরোধী দল বিহীন নিরুত্তাপই মনে করছে। তাই সাংসদদের সংসদ অধিবেশনে যোগদান করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না। ২৬ নবেম্বর পর্যন্ত ১৫টি কার্যদিবসের মধ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদ কোরাম সংকটে পড়েছে। নেতা-নেত্রীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে সংসদ থেকে দূরে সরে আছেন। সংসদের নিয়ম অনুযায়ী ৬০ জন সদস্যের কম সদস্য সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদে কোরাম সংকট হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদে না এলেও সরকারি দলের সদস্যের উপস্থিতিতে শুধু কোরাম সংকট দূর করাই নয়, যে কোনো আইনও পাস করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু বিরোধী দলের সঙ্গে সরকারি দলের সদস্যরা সংসদে না আসায় অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই কোরাম সংকট চলছে। শেষ কিছুদিনের সংসদে কার্যদিবস নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হতে পারেনি। স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকার সাংসদদের সময় মতো উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং কোরাম সংকটে যাতে পড়তে না হয় তার জন্য সাংসদদের সংসদে আসতে বলেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সরকারি দল হলেও সংসদের শুরুতে চলমান কোরাম সংকট অভিজ্ঞ মহলে সমালোচনা তুলেছে। সংসদের একদিনের ব্যয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা। এ খরচ একজন সদস্যের জন্য যেমন হয়, তেমনি তিনশ’ সদস্যের জন্যও হয়ে থাকে। বিরোধী দলকে সংসদে আহ্বান জানিয়ে সরকারি দলের সদস্যদের সংসদে অনুপস্থিতি ঢিলেঢালা সংসদেরই ইঙ্গিত।

শিবিরের শীর্ষ সন্ত্রাসী ছোট নাছির। হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার এবং হত্যাকান্ডে অংশ নেয়া খুনীদের সম্পর্কে দিয়েছে বিভিন্ন তথ্য

দ্বিতীয় আসামী (এজাহারভুক্ত) নাজিরহাট কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জহিরুল হকও গ্রেফতার

১৬ নবেম্বর অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী হত্যার চার ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে ঘটনাস্থলে পেয়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের অনুসারী বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর প্রশ্ন একেও কি বলবেন অতিরঞ্জিত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

সুনাম কুড়িয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ মুহুরী। '৯৪ বছর বয়স্ক আফজাল আহমদ চৌধুরীর ভাষায়, 'দিনরাত কলেজে পড়ে থেকে খেলাধুলা, লেখাপড়া সবকিছুতে কলেজকে এগিয়ে নেবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, তার যে পরিশ্রম, দিন রাত হতো , কী সাহস তার! রাজনীতি বন্ধ করে দিল কলেজ এলাকায়! সর্দি হলেও শিক্ষকরা ক্লাস ফাঁকি দেয় আজকাল। তিনি একক প্রচেষ্টায় সেসব বন্ধ করেছেন। প্রতিটি শিক্ষককে প্রতিদিন আসতে হতো ক্লাস না থাকলেও। নিজে অসুস্থ অবস্থায় চলে আসতেন। কলেজের ভেতরে তো নয়ই, বাইরেও এমন শিক্ষক পাওয়া যাবে না।

বনায়নে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে দু'বার অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আফজাল বললেন, 'গোপাল কলেজে এসে কলেজের মাঠে গরু-ছাগল চরানো, বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করে বৃক্ষ রোপণ এবং পরিচর্যা শুরু করেছিলো। ১৮ একর জমি নিয়ে কলেজকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বন! কলেজের ফান্ড থেকে আরো প্রায় দেড় লাখ টাকা দিয়ে ২৬ শতকের মতো জায়গা কিনে কলেজ এলাকা বাড়িয়ে ছিলো। আহা! কোথায় গেলো! সবশেষ!...' বারবার হাহাকার করে ওঠেন এ নবতিপর বৃদ্ধ!

তিনি হত্যাকারী কে বা কারা জানেন। কিন্তু মামলার স্বার্থে বলবেন না বলে জানালেন এ প্রতিবেদককে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন– 'গোপাল আমার ছেলে ছিল, ওর হাতেই তো সম্পূর্ণভাবে সব ছেড়ে দিয়েছিলাম।' আহা! একী হলো! কী কঠোর সাধনা! লোকে আমাকে পাগল ডাকতো। সত্যি পরিবেশহীন জায়গায় কলেজ করে ভুলই করেছি।'

স্কুল ছাত্রী কিশোরী সুদীপা শোকার্ত স্বরে বলে ওঠে, 'ওদের অনেক ছেলে-মেয়ে। ওদের কথা বারবার বাবা ভাবতো, ওরা আমার বাবার কথা ভাবলো না!' সাহসী পিতার সাহসী কন্যা সুদীপাকে আটকে রেখেছিলো খুনিদের একজন। গুলির শব্দ পেয়ে তবু ছুটে গিয়েছিলো খুনিদের পেছন পেছন। না ! কাজ সেরেই বেবি ট্যাক্সিতে পালিয়ে যায় খুনির দল। পেছনে ফেলে যায় ভয়াবহ দৃশ্য! যা দেখে আঁৎকে উঠেছে প্রত্যেকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে উঠলেন, 'সাদা চাদরে ঢেকে দিন এ মর্মান্তিক হত্যার দৃশ্য।'

ডেট লাইন: শিক্ষাবিদের ক্ষতবিক্ষত করোটিতে রক্তে লাল

অন্য দিনের মতোই সকাল হয়েছে। জামাল খান এলাকার সিকদার হোটেলের পাশের গলির ভেতর চার যুবক ঢুকে যায়। আরো চার যুবক পাহারা দিতে থাকে। এদের মধ্যে শিবির ক্যাডার ছোট নাছির, মন্টু, ছোট সাইফুল, আশফাক, হাসান অন্যতম বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

ছ'টায় শাওন ভবন ঘুরে আসে, গেটে তালাবদ্ধ। ঘুম থেকে উঠে সুদীপা পড়তে বসেছে। বাবা বললেন, ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বসলি খেলা দেখবি না? টিভিতে সরাসরি খেলা দেখবে বাবা-মেয়ে। বাবা অধ্যক্ষ মুহুরী তখনো শোয়া।

হঠাৎ গোয়েন্দা পরিচয়ে চার যুবকের প্রবেশ। একজন ভেতরে নিয়ে আটকে রাখলো সুদীপা তার আর মাকে। সৈকত সবে শোয়া থেকে উঠে টয়লেটে গেছে। আকস্মিক এ যুবকদের আগমন এবং প্রশ্ন, ছাত্রলীগ ক্যাডার তৈয়ব কোথায়? মশারির ভেতর থেকে টেনে বের করলো অধ্যক্ষকে। উমা শুনলেন উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়– তৈয়ব কোথায় আমি কী করে জানবো? আমি একজন প্রিন্সিপাল হয়ে কি মিথ্যা বলছি? একটা গুলির শব্দ ড্রয়িং রুম থেকে। যুবকদের পলায়ন। সুদীপা পেছন পেছন দৌড়– একটা ফাঁকা গুলি।

ঘটনার দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আসেন। তাৎক্ষণিকভাবে বেলা সাড়ে ১১টায় অধ্যক্ষ মুহুরীর বাসভবনে যান। প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী প্রশ্ন করেন, 'আপনার চোখে সব অতিরঞ্জিত, এবার বলুন এ হত্যাকান্ডও কি মিথ্যে?...' নিশ্চুপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন এ শিক্ষাবিদকে। তাকে দেখে অধ্যক্ষ মুহুরীর স্বজনদের ক্ষোভ-বেদনা আরো যেন বেড়ে গেলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আইজিপি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরীও ছিলেন। স্বল্প সময়ে গ্রেপ্তার হলো পলাতক দুই আসামি। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশ তৎপর এমন দাবি সিএমপির। চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডারের চেয়েও মর্মান্তিক এ হত্যাকান্ড সিএমপির কর্মকর্তাদের মতে। সিএমপি কমিশনার শহীদুল্লাহ খান অধ্যক্ষ মুহুরীর বাড়িতে গিয়ে তদন্ত করেন। সিএমপি গোয়েন্দা শাখার সহকারী পুলিশ কমিশনার মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম নাজিরহাট গিয়ে তদন্ত কাজে অংশ নেয় এবং আসামিদের গ্রেপ্তারে নেতৃত্ব দেন ডিসি নর্থ নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার নেতৃত্বে একটি টিম আসামিদের প্রথম দু'জনকে গ্রেপ্তারে নেতৃত্ব দেয়া স্বল্প সময়ে পলাতক এই দুই আসামিকে গ্রেপ্তার সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়।

আসামি ইদ্রিস মিয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, 'অধ্যক্ষ সাহেব অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন। তবে শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে নতুন কাউকে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমরা ১৩ জন শিক্ষক এবং অভিভাবকদের কয়েকজন তার বিরুদ্ধে মামলা করি। তিনি কলেজে আসবার আগে শিবির অধ্যুষিত এলাকা ছিল নাজির হাট । তিনি এতো কঠোর ছিলেন, '৮৯ সালের পর থেকে এই এলাকায় শিবির কোনো কাজই করতে পারেনি। তিনি আওয়ামী লীগের সাপোর্ট নিয়ে আসা শিবিরের আধিপত্য চলে যায়। এসব ঠিক করতে গিয়ে কার মনে যে ব্যথা দিয়েছেন, ছেলেদের মনে বিরূপ মনোভাব বিষোদগার থাকতেই পারে।' তার সঙ্গে আরেক আসামি অধ্যাপক তফাজ্জল বললেন'। 'ঐ এলাকা কিলিং জোন, Kiling Zone, ছিল। তিনি সব রকম রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছেন। সেসব কারণেই তাকে হত্যা করতে পারে।'

সন্ত্রাসী নাছিরের বাবা এলাহী বক্স, হুমায়ুনের (শিবির ক্যাডার) বাবা ইউসুফ খানসহ গভর্নিং বডির সদস্যদের কেউ কেউ অধ্যক্ষ মুহুরীর সমালোচনা করতেন। বছরখানেক আগে বরখাস্ত হয়েছিলো অ্যাকাউন্টেড শাহজাহান ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে। হত্যার আগের দিন ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে প্রথম এবং শেষবার শাহজাহান অধ্যক্ষ মুহুরীর বাড়িতে আসে দু'জন অপরিচিত যুবক নিয়ে চাকরিতে পুনর্বহালের আবেদন জানাতে। শাহজাহান এখন পলাতক।